

দেশ ধ্বংসের আওয়ামী ফতোয়া

গোলাম মোর্তোজা

এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি বাংলাদেশ। এক সমস্যা না কাটিতেই আরেক সমস্যা জাপটে ধরছে। নির্বাচনী জটিলতার কিছুটা অবসান না হতেই ফতোয়ার কবলে বাংলাদেশ। এবারের ফতোয়াবাজ আওয়ামী লীগ, আব্দুল জলিল।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের জ্ঞানকান্ড নিয়ে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষেরই খুব বড় রকমের প্রশ্ন আছে। বিশেষ করে ‘৩০ এপ্রিল’ তত্ত্ব দিয়ে জলিল নিজের জ্ঞানকান্ডের প্রমাণ দিয়েছেন। নিজে হাস্যকর হয়েছেন, আওয়ামী লীগকে হাস্যকর বানিয়েছেন। বুদ্ধি কম-বেশি যে কারো ক্ষেত্রেই এমনটা হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি কতটা স্কুল হতে পারে, সেটা জলিল প্রমাণ করেছেন।

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকরা ফতোয়া দেবেন, সেই ফতোয়ার বৈধতা দেবে আওয়ামী লীগ বা চৌদ্দ দল। ক্ষমতায় এসে তারা এ বিষয়ে আইন করবেন। আজিজুল হকদের জ্ঞান নিয়ে কথা না বলাই ভালো। একবারই আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার নেয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি তার জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছিলেন- ‘ইচ্ছা করলে চাঁদে আমরা যাইতে পারি, তাছাড়া ঐখানে গিয়া অইবই বা কী...’, ‘একান্তরে আমগো অবস্থান ছিল নিরপেক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে’ ইত্যাদি কথা তিনি বলেছিলেন।

এই আজিজুল হকরা বাংলাদেশে ফতোয়া দেবেন। এর জন্য তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তির ৩-এর (খ) ধারায় বলা হয়েছে, ‘সনদপ্রাপ্ত হাক্কানি আলেমগণ ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। সনদবিহীন কোনো ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করতে পারবেন না।’

আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনীরা হচ্ছেন হাক্কানি আলেম। তাদের ফতোয়ায় চলবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আব্দুল জলিল এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

চুক্তির ৩-এর (ক) ধারায় বলা হয়েছে,



শেখ হাসিনার এই
আওয়ামী লীগ আবার
নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ
বলে দাবি করে! নিজেদের
বলে প্রগতিশীল
রাজনৈতিক দল!!

‘হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।’

এ বিষয় নিয়ে চুক্তি করার জলিল কে? পৃথিবীর সব মুসলমান এটা বিশ্বাস করে। এর জন্যে আওয়ামী লীগকে কেন চুক্তি করতে হবে? রহস্যটা কোথায়?

একশ্রেণীর টাউট মাওলানা নামধারীরা গত কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করছে- ‘আহমদিয়া মুসলিম জামাতকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।’ এটা এই ‘হাক্কানি আলেম’দের দাবি। হাক্কানি আলেমরা প্রচার করেন, আহমদিয়ারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে স্বীকার করে না। তাদের দাবির বিষয়ে আমরা আহমদিয়াদের সঙ্গে কথা বলেছি।

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মাওলানা আবদুল আউয়াল খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের সুযোগ নাই।’

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট করেই বোঝা যায় যে হাক্কানি আলেমরা একটি অসত্য বিষয়কে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। যার পক্ষে এখন অবস্থান নিল আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার এই আওয়ামী লীগ আবার নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে! নিজেদের বলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল!!

শুনতে অদ্ভুত শোনালেও আওয়ামী লীগ প্রমাণ করলো যে তারা বিএনপি বা জামায়াতের চেয়েও অনেক বেশি ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদের পরিচিত করার চেষ্টা করছে। কারণ বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থেকেও এমন অদ্ভুত, অযৌক্তিক রাসফেমি আইন করেনি, যা করতে চাইছে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ কেন এমন অদ্ভুত পাগলামো আচরণ করছে? নিজেদের জঙ্গি ইসলামী মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে একাত্ম করলে আওয়ামী লীগের ভোট বাড়বে? ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, ধর্ম পালন... এরকম জরিপ চালানো হলে আমার ধারণা, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের অবস্থান থাকবে শীর্ষে। কিন্তু বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ পরিচিত ধর্মবিরোধী দল হিসেবে। রাজনীতিবিদ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এ বিষয়ে একবার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছিলেন, ‘আমির হোসেন আমু নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হলেও লোকজন বলবে নামাজ পড়ে না। আর জুমার নামাজের সময় আমি যদি মসজিদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাই, নামাজ না পড়ি, তাও মানুষ বলবে নামাজ পড়ে বের হলাম।’

আওয়ামী লীগের এই ইমেজের কথা আমরা সবাই জানি। এই ইমেজ ভাঙতে হবে সেটাও বিশ্বাস করি। কিন্তু তাই বলে এভাবে? সমাজ ধ্বংসের ফতোয়ার পক্ষে আইন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে? আমরা খুব ভালো করেই জানি, এভাবে ইমেজ ভালো হবে না। ফতোয়াবাজদের সঙ্গে চুক্তি করে এবং ক্ষমতায় গিয়ে সেই চুক্তি বাস্তবায়ন না করলে ধর্মবিরোধী ইমেজ আরও প্রতিষ্ঠিত হবে। আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলো, সেই সময়ে ধর্ম পালন করতে বা ধর্মীয় বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা কোনো তুলনাতেই কম হয়নি। এই বিষয়টি ঠিকমতো প্রচার করতে পারলেও আওয়ামী লীগের ইমেজে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারতো।

তা না করে জঙ্গি পরিচয়ে পরিচিত যারা, তাদের সঙ্গে ফতোয়া দেয়ার চুক্তি করলো আওয়ামী লীগ!

বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেই আজ ক্ষুব্ধ। তারা আমাদের ক্ষোভ প্রকাশও করছেন। কিন্তু এই ক্ষোভ প্রকাশ কি পর্যাপ্ত? আজ যদি বিএনপি এমন একটি চুক্তি করতো, তাহলে কী হতো তাদের অবস্থান? শহীদ মিনারে কি সমাবেশ করতো না সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট? নিশ্চয় করতো। আমরা সেটাকে সমর্থনও করতাম। এখন এ জাতীয় সংগঠনের অবস্থান কী? নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ইতিমধ্যে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটাই পর্যাপ্ত নয়। আরো অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা এখানে পালন করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, যা আমরা দেখছি না। খারাপ কাজ সব সময় খারাপ, তা সে যেই করুক। বিএনপি করলে খারাপ, সেটা নিয়ে সরব হবো আর আওয়ামী লীগ করলে চুপ

আব্দুল আকবর
বিসমিল্লাহিন রাহমানির রাহিম

**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মধ্যে
নির্বাচনী সমঝোতা স্মারক**

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এই মর্মে অসীকারাবদ্ধ হচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত ৫টি বিষয়ে একমত পোষণ করে আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সমঝোতার ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ করবে এবং মহান আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলে এই বিষয়গুলি বাস্তবায়ন করবে।

- ১। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ ও শরীয়ত বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না।
- ২। কওমী মাদরাসা সনদের সরকারী স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।
- ৩। নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে :
 - (ক) "হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।
 - (খ) সনদ প্রাপ্ত হক্কানী আলেমগণ ফতওয়া'র অধিকার সংরক্ষণ করেন। সনদ বিহীন কোন ব্যক্তি ফতওয়া প্রদান করতে পারবেনা।
 - (গ) নবী-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও ফুৎসা রটনা করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

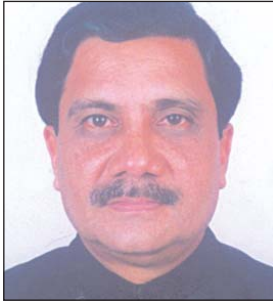
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে
(স্বাক্ষর) আব্দুল জলিল
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষে
(স্বাক্ষর) আবদুর রব ইউসুফী
মহাসচিব

আওয়ামী লীগের অসত্য বক্তব্যের প্রমাণ বহন করছে এই চুক্তি



আব্দুল জলিল



কাজী জাফরউল্লা



সালমান এফ রহমান

বেশ কিছুদিন ধরে আওয়ামী লীগের ভেতরে আইএসআই হিসেবে পরিচিত একটি গ্রুপকে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে। এই গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন শেখ হাসিনার কাছে অকারণে গুরুত্ব পাওয়া কাজী জাফরউল্লা। এই গ্রুপের আরেকজন জনগণের অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়ে ফেরত না দিয়ে ধনী হওয়া সালমান এফ রহমান। ইদানীং তিনি পুরোদস্তুর ধার্মিক। অন্তত বাহ্যিকভাবে

থাকবো অথবা লোকদেখানো মিনমিনে প্রতিবাদ করবো— এটা কোনো কথা হতে পারে না।

আমরা দেখছি, ইসলামী একাজোট চার দলের সঙ্গে গেলে হয় 'জঙ্গি' আর চৌদ্দ দলের সঙ্গে এলে 'শান্তির দূত'। ইসলামী একাজোটের মতো একটি জঙ্গি দল আজ আওয়ামী লীগের সহযোগী। সুশীল সমাজ নীরব! এরাই আবার যখন চার দলের সঙ্গে যাবে, তখন সুশীল সমাজের চিৎকারে কানে তাল লাগে যাবে আমাদের।

চার দলের সঙ্গে গেলে এরশাদ 'স্বৈরাচার' 'ইবলিশ' 'চোর'...। চৌদ্দ দলে এলে ফেরেশতা!

আওয়ামী লীগ শুধু চুক্তি করেই ক্ষান্ত হয়নি, চুক্তি নিয়ে মিথ্যা কথাও বলছে। বলছে ফতোয়ার বিষয়টি নাকি ঠিক নয়। এটা নাকি মিডয়ার প্রোপাগান্ডা! চুক্তি হয়েছে লিখিত, যার কপি আছে আমাদের কাছে। আর আওয়ামী লীগ বলে এটা করিনি। কী নির্লজ্জ মিথ্যাচার! সিইসি আজিজকেও প্রায় হার মানায়!!

বেশ কিছুদিন ধরে আওয়ামী লীগের ভেতরে আইএসআই হিসেবে পরিচিত একটি গ্রুপকে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে। এই গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন শেখ হাসিনার কাছে অকারণে গুরুত্ব

পাওয়া কাজী জাফরউল্লা। এই গ্রুপের আরেকজন জনগণের অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়ে ফেরত না দিয়ে ধনী হওয়া সালমান এফ রহমান। ইদানীং তিনি পুরোদস্তুর ধার্মিক। অন্তত বাহ্যিকভাবে। আওয়ামী লীগের একাধিক প্রেসিডিয়াম মেম্বারের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, কাজী জাফরউল্লা, সালমান রহমান ও আবদুল জলিল শেখ হাসিনার সম্মতি নিয়ে এই চুক্তি করেছেন। এই চারজন ছাড়া আওয়ামী লীগের সব প্রেসিডিয়াম সদস্য, বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অবস্থান চুক্তির পুরোপুরি বিপক্ষে। সম্ভবত আরেকজনও এই চুক্তির পক্ষে, তার নাম ওবায়দুল কাদের। তার যোগ্যতা নিয়ে নতুন করে আর কিছু লিখতে চাই না। চুক্তির বিপক্ষে তীব্র অবস্থান চৌদ্দ দলের নেতাদেরও।

কিন্তু চুক্তি করা ঐ চারজনের শক্তি এতই বেশি যে, তারা এখনো চুক্তির পক্ষে কথা বলছেন, অসত্য বলছেন।

বাংলাদেশের মানুষ অনেক ফতোয়া দেখেছে। তবে আওয়ামী লীগের এই ফতোয়া সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতার লোভে আওয়ামী লীগ এখন উন্মাদ। কর্ম অথবা অপকর্ম যেকোনো কিছু করার জন্যে তারা প্রস্তুত।

ক্ষমতার পাঁচ বছর এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ডে চার দলের ইমেজে ধস নেমেছে। আওয়ামী লীগ সঠিক রাজনীতি করলে তাদের ক্ষমতায় যাওয়াটা ছিল শুধুই সময়ের ব্যাপার। এখনো হয়তো তারা ক্ষমতায় যাবে। তথাকথিত 'হাক্কানি আলেমদের' ফতোয়া হবে আওয়ামী লীগেরই ফতোয়া। দেশবাসীর এখন অপেক্ষা, দেশ ধ্বংসে আওয়ামী ফতোয়া দেখার! কিন্তু এই 'হাক্কানি ফতোয়াবাজদের' সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে দেশের বা জনগণের কী মঙ্গল করবে আওয়ামী লীগ?